মিডিয়াতে এক বছর

নার্গিস আক্তার বানু

দেখতে দেখতে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আমার মিডিয়া জগতে পদার্পণ। গত ২৯'শে আগষ্ট, ২০০৪ - এ "Voice of Bangladesh" নামে এক ঘন্টার একটি রেডিও অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু করি অনেকটা সখের বশে। আজ বর্ষ ঘুরে বুঝতে পেরেছি এর গুরুত্ব। কেননা মিডিয়ার সাথে এই সংপৃক্ততা অনেক ভাবে আমার এই পরিচিত সমাজকে নতুন করে চেনার এবং জানার সুযোগ করে দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় রেডিও সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম যদিও অনেকে তা উপলব্ধি করেন না। আমি খুব ছোটবেলা থেকেই রেডিও শুনে আসছি আর সেই কারনেই হয়তোবা কালক্রমে রেডিও'র সাথে আমার এই সখ্যতা গড়ে উঠেছে।

যা বলছিলাম, এই রেডিওর কারণে যে অনেকের সাথে চলার, কথা বলার এবং পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। পাশাপাশি দেশ-বিদেশের ঘটনা প্রবাহকে বিস্তারিত জানার প্রযোজনীয়তা ও দায়িত্ব বেড়েছে অনেক গুন। রেডিওতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে এখানকার বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি বর্গের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা আমাকে অভিভূত করেছে। তাদের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর আলোচনা আমার রেডিও প্রোগ্রামটির মান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আজকের এই বর্ষপূর্তি লগ্নে আমার রেডিও'তে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিবর্গ এবং অগনিত শ্রোতাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে যে একটি বছরে আমি মোট ৫০টি অনুষ্ঠান শ্রোতাদেরকে উপহার দিয়েছি। আর এতে রকমারী গান, কবিতা, নাটক ছাড়াও ভাষা-সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আমাদের স্থানীয় এবং দেশের বিশিষ্ঠ সুধীজনদের সাথে। তাছাড়া বাংলাদেশের দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহ নিয়ে নির্ভুল, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশনা প্রতিটি অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রেখেছে বলে সবার অভিমত।

এই রেডিও অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সিডনীতে আমাদের কমিউনিটি সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয় এখানে আদর্শের চেয়ে আসনের প্রতি আমাদের দুর্বলতা বেশী। সাংগঠনিক মতাদর্শের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সবাই। সকল সংগঠনের ভেতরই দলাদলি এত বেশী যার ফলশ্রুতিতে Cell Division মত বিভক্ত হচ্ছে সংগঠনগুলি। রাজনৈতিক সংগঠনগুলির অবস্থা বিবেচনা করলে আওয়ামী মতাদর্শী ব্যক্তিবর্গের মাঝে নেতৃত্বের কোন্দলের জট বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী-দলের মাঝে বিরাজ করছে নেতৃত্বের শুন্যতা। ধর্মীয় সংগঠনগুলি

নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তবে বামধারার সমর্থকদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। কেননা এদের বিচরন সবর্ত্র। প্রবাসে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি শক্তশালী সামাজিক সংগঠন দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিছু কিছু সংগঠন বিভিন্ন মেলা, সাংকৃতিক ও নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কমিউনিটিকে প্রানচঞ্চল করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই অষ্টেলিয়াতে বাংলাদেশীদের আগমন শুর করে আজ অবধি বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এদেশে বসবাস করছে। অথচ প্রকৃত অর্থে আমরা তেমন কোন জনহিতকর সংগঠন আমাদের কমিউনিটিকে উপহার দিতে পারিনি। পারিনি দুর্দিনে দেশের হতভাগ্য মানুষের পাশে সবাই একত্রে মিলে এদের ভাগ্যের পরিবর্তনে সহায়তা করতে। তবে সবাই মিলে "কি হলে কি হতে পারতো" - এই নিয়ে জমজমাট আলোচনা এবং খোশগল্পে মত্ত।

প্রায়শঃই “স্বাধীনতার পক্ষে” ও “স্বাধীনতার বিপক্ষে শক্তি” শব্দগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কানে আসে। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনকে বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা একটি স্বাধীন দেশ, পতাকা, মানচিত্র এবং ভাষার জন্য সাধারন জনগন অকোপটে একাত্তুরের যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। আর স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলতে একটি স্বাধীন দেশ, পতাকা, মানচিত্র এবং ভাষা চাওয়ার বিপরীতে যারা তদানীন্তন পাকিস্থানকে সমর্থন করেছিল এবং যারা দুই বাংলাকে এক করার স্বপ্নে বিভোর - এই দুই গ্রুপকেই বোঝানো হয়। তবে সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আজ যারা নিজেদেরকে বাংলাদেশী না বলে বাঙ্গালী বলতে বেশী ভালবাসেন তারাও কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে মাতৃভূমি থেকে দু’পা বাইরে ফেলে যারা সাম্প্রদায়িকতার দায়ে দেশকে অভিযুক্ত করতে একটুও দ্বিধা করেনা তারা কি স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি নয়? ভাবতে অবাক লাগে, বাংলাদেশের পার্স-পোর্ট নিয়ে প্রবাসে এসে তারা কিভাবে দেশের সাথে এত বড় বেঈমানী করতে পারছে!

অতি সম্প্রতি কমিউনিটির কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে অষ্ট্রেলীয়ার বাইরের শিল্পী, সাহিত্যিক ও নেতাবৃন্দের আমন্ত্রন করার প্রতিযোগিতা চলছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসা আমন্ত্রিত অতিথিদের চেয়ে স্থানীয় অনেকেই বেশী মেধা ও জ্ঞান সমপন্ন বলে মনে হয়েছে। অনেক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবগের্র অতিরঞ্জিত আলোচনা জনমনে দ্বিধা ও বিভ্রান্ত্রির সৃষ্টি করছে। সেই প্রসঙ্গে কয়েকদিন পুর্বে সিডনী’র একটি অনুষ্ঠানে জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনাব চৌধুরীর নাম শুনে অনেকেই তার বক্তব্য শোনার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে মির্জাফরের সাথে তুলনা করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকে।

অথচ গাফ্‌ফার চৌধুরী জানেন একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে জাতির সংকটময় লগ্নে জিয়াউর রহমানের দুঃসহসী অবদান বাংলাদেশের মানুষ আজীবন স্মরণ রাখবে। তার প্রতিদান স্বরূপ জনগণ তার হাতে গড়া দলটিকে ভালবেসে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বার বার। আজকের গাফ্‌ফার চৌধুরী স্বঘোষিত আওয়ামী লীগ সমর্থক পাকিস্তান আমলে কি ছিল তাঁর ভুমিকা? পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালে দেখা যাবে সাংবাদিক বা কলামিষ্ট হিসাবে তিনি নিজের স্বরূপ পরিবর্তন করেছেন বহুবার। এমনকি শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় "তৃতীয় মত" কলামে লিখে ব্যাপক ভাবে বিতর্কিত হয়েছিলেন। আর এ কারনেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কোথাও গাফ্‌ফার চৌধুরীর স্থান হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার পরেও শেখ মুজিব সরকারের আমলে ভাগ্যে জোটেনি কোনো চাকরী। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধাচারনের কারনে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনাও গাফ্‌ফার চৌধুরীকে কোন সরকারী পদ অফার করেননি। এই অল্পকটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় শেখ মুজিবের সাথে মির জাফরী কে করেছিল - যে মানুষটি স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি; নাকি যে মানুষটি জাতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তিনি।

ইদানীং বিভিন্ন মিডিয়াতে সিডনীর আভ্যন্তরীন বিষয়াদি নিয়ে লেখার জন্য বাইরের লেখকদের বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তারা প্রকৃত ঘটনা না জেনে সাবলীল ভাষায় ভুল তথ্য পরিবেশন করে পাঠকের মন জয় করার চেষ্টা করছেন। এ ধরনের লেখা সিডনীর লেখকদের কাছ থেকে আসলেই ভাল হয়।

বাংলাদেশের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ীর বন্ধন। তাইতো বিদেশের এতশত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের গান, কাবিতা, নাটক মনকে আন্দলিত করে। সতেজ করে তুলে দেহমনকে। প্রিয় একটি গান কিংবা কবিতা মুহুর্তে মনকে নিয়ে যায় বাংলাদেশের সেই পরিচিত ভূবনে। আর দেশের সংবাদের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে প্রান। প্রবাসে বসে এই সব কিছুর সমাহার একটি সুন্দর, পরিচছন্ন ও সময়োপযোগী রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্ভব। রেডিওর ভূমিকা শুধু আনন্দ-বিনোদনেই সীমাবদ্ধ নয়। সবার অভিমত প্রকাশের সুযোগের মাধ্যমে সমাজকে কালের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা - এই সব বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে “Voice of Bangladesh” রেডিও।

শ্রোতাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ ভিন্ন, মাত্র এক বছরে এই রেডিওটির জনপ্রিয়তা এত দ্রুত বৃদ্ধি পেত না - আপনাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।